১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

পাকিস্তানের বিখ্যাত আইনজীবী ও মানবাধিকারকর্মী এবং বাংলাদেশের বন্ধু আসমা জাহাঙ্গীরের মৃত্যুতে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) পরিবার গভীরভাবে শোকাহত

বিগত ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখে পাকিস্তানের প্রথিতযশা আইনজীবী ও মানবাধিকারকর্মী এবং বাংলাদেশের বন্ধু আসমা জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর সংবাদে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) গভীরভাবে শোকাহত। মানবাধিকার বিষয়ে আপোসহীন অবস্থানের জন্য তিনি বিশ্বব্যাপী সুবিদিত মানবাধিকারকর্মী ছিলেন। সাউথ এশিয়ান ফোরাম ফর হিউম্যান রাইটস এর প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তার ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আসমা জাহাঙ্গীর ২৭ জানুয়ারি, ১৯৫২ সালে পাকিস্তানের লাহোরে জন্ম নেন। তিনি কিনইয়ার্ড কলেজ থেকে স্নাতক এবং পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি থেকে এলএলবি ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি লাহোর হাইকোর্টে আইনজীবী হিসেবে যোগ দেন। তিনি পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট বার এ্যাসোসিয়েশনের প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট ছিলেন। হিউম্যান রাইটস কমিশন অব পাকিস্তান এবং উইমেন'স অ্যাকশন ফোরাম প্রতিষ্ঠায় তিনি যৌথ অংশীদার ছিলেন।সামরিক শাসক জিয়াউল হকের আমলে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে গিয়ে ১৯৮৩ সালে তিনি কারাবন্দি হন। ২০০৭ সালে আইনজীবীদের আন্দোলনেও তিনি সক্রিয় ছিলেন এবং তাকে গৃহবন্দি করা হয়েছিল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের স্বপক্ষে অবস্থানের জন্য আসমা জাহাঙ্গীরের বাবা মালিক গোলাম জিলানী কারাবরণ করেছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশের পক্ষে দাঁড়ানো ৬৯ জন বিদেশি বন্ধুকে ২০১৩ সালে বাংলাদেশ থেকে সম্মাননা দেওয়া হয়, যার মধ্যে ১৩ জন পাকিস্তানি ছিলেন। তাদের মধ্যে আসমা জাহাঙ্গীরের বাবা মালিক গোলাম জিলানী ছিলেন অন্যতম। বাবার পক্ষে সম্মাননা সনদ গ্রহণ করেন আসমা জাহাঙ্গীর।

আসমা জাহাঙ্গীর জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানবাধিকার বিষয়ে অবদানের জন্য অসংখ্য পুরস্কার লাভ করেছেন। তন্মধ্যে, ২০১৪ সালে রাইট লাইভলিহুড অ্যাওয়ার্ড, ২০১০ সালে ফ্রিডম পুরস্কার, হিলাল-ই-ইমতিয়াজ, সিতারা-ই-ইমতিয়াজ, রামোন ম্যাগসেসে পুরস্কার, ১৯৯৫ সালে মার্টিন এনালস ও ইউনেস্কো/বিলবাও পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়াও, ফ্রান্স থেকে অফিসার ডি লা লিজিও ডি'অনার পুরস্কার পেয়েছেন। ১০০০ উইম্যান ফর পিস পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য ২০০৫ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কারের জন্য তাঁকে মনোনন দেয়া হয়। 'দ্য হাদুদ অর্ডিন্যান্স: এ ডিভাইন স্যাঙ্কশন' ও 'চিলড্রেন অব এ লেজার গড' শিরোনামে দুটি বই রচনা করেছেন তিনি।

মানবাধিকার আন্দোলনের এই নেত্রী বাংলাদেশেও অতি পরিচিত মুখ ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশে সংঘটিত বব্বরতার জন্য পাকিস্তান রাষ্ট্রকে ক্ষমা চাওয়ানোর দাবিতে সোচ্চার ছিলেন আসমা জাহাঙ্গীর। ব্লাস্ট আয়োজিত বিভিন্ন সেমিনারে তিনি সম্মানিত আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেছেন। মানবাধিকার আন্দোলনের এই সহযোদ্ধার মৃত্যুতে ব্লাস্ট পরিবারের পক্ষ থেকে আমরা তাঁর অবদানকে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।

বার্তাপ্রেরকঃ
মাহবুবা আক্তার
উপ-পরিচালক (এডভোকেসি এন্ড কমিউনিকেশন), ব্লাস্ট
ই-মেইলঃ mahbuba@blast.org.bd